ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

খলিফাতুল মুসলিমিন

উমর

ইবনুল খাত্তাব রা.

(প্রথম খণ্ড)

খলিফাতুল মুসলিমিন

উমর

ইবনুল খাত্তাব রা.

[প্রথম খণ্ড]

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদক

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

আবদুর রশীদ তারাপাশী

সম্পাদক

আবুল কালাম আজাদ

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় সংস্করণ : নভেম্বর ২০২২
প্রকাশকাল : একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৮

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৪৮০, US $ 20. UK £ 15

প্রচ্ছদ : শাহ ইফতেখার তারিক

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮ ৪৮ ২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-95932-2-5

UMAR IBN KHATTAB RA.[1st]
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

পৃথিবীতে যুগে যুগে এমন কিছু মনীষীর আবির্ভাব হয়েছে যাঁদের কর্ম, কীর্তি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বীরত্ব, সাহসিকতা ও মহানুভবতা বহু দেশ ও জাতিকে উপকৃত করেছে। নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে। উৎকর্ষের ছোঁয়া লাগিয়েছে সবকিছুতে। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. সেই মনীষীদেরই একজন। আল্লাহর রাসুলের প্রিয় সাহাবি। খলিফায়ে রাশিদ। ইসলামি ইতিহাসের পাতায় যিনি অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন ইসলামের প্রতি তাঁর মহান ত্যাগ, আনুগত্য, সাহস ও প্রজ্ঞার জন্য। রাসুলের দীর্ঘ সান্নিধ্য তাঁর মধ্যে এমনই এক যোগ্যতার উন্মেষ ঘটিয়েছিল যে, শরিয়ত-তরিকত থেকে শুরু করে সাধারণ জীবনাচার—সবকিছুতেই তাঁর মত ও অভিমত ওহির অনুকূল প্রমাণিত হতো। আল্লাহর নবির জবানি থেকে জানা যায়, শয়তান পর্যন্ত তাঁকে ধোঁকা দেওয়ার সুযোগ পেত না! রাসুল ﷺ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'তোমাদের আগের সব উম্মতের মধ্যে ইলহামপ্রাপ্ত কিছু লোক ছিলেন। আমার উম্মতে এমন কোনো লোক হলে তিনি হবেন উমর।' এমন আরও অসংখ্য-অগণিত হাদিস ও অমীয় বাণীতে উমরের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বিবৃত হয়েছে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির লেখক বর্তমান বিশ্বে নন্দিত বিশিষ্ট গবেষক ও চিন্তাবিদ ড. আলি মুহাম্মাদ আস সাল্লাবি। তিনি আবেগ ও ভক্তির অতিশয়তা পরিহার করে একজন গবেষকের দৃষ্টিকোণ থেকে এ গ্রন্থে উমর রা.-এর জীবন ও কীর্তির মূল্যায়ন করেছেন। গ্রন্থটি রচনায় আন্তর্জাতিক ও ইতিহাসের স্বীকৃত সব মূলনীতি অনুসরণ করা হয়েছে। আর বিশেষ করে খিলাফত পরিচালনায় তাঁর সুচিন্তিত ও কল্যাণকর পদক্ষেপসমূহ নিয়ে নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য তথ্য ও তত্ত্বের সমন্বয়ে গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য।

আমরা শায়খের গ্রন্থগুলো অনুবাদের জন্য তাঁর প্রকাশকের মাধ্যমে খোদ শায়খ থেকেই অনুমতি নিয়েছি। প্রকাশক এবং লেখক দুজনই সানন্দে আমাদের অনুমতি দিয়েছেন। ইতিমধ্যে আমরা তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থের অনুবাদ আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরেছি। পর্যায়ক্রমে শায়খের অন্যান্য গ্রন্থের অনুবাদও তুলে দিতে পারব বলে আশাবাদী।

শায়খের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া থেকে শুরু করে তাঁর গ্রন্থের কাজগুলো সম্পাদন

করতে বিভিন্নভাবে যারা পাশে ছিলেন এবং আছেন, আমরা সবার কাছে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ সবাইকে 'আহসানুল জাজা' দান করুন।

গ্রন্থটি আমরা দুই খণ্ডে প্রকাশ করেছি। প্রথম খণ্ড অনুবাদ করেছেন কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক ও আবদুর রশীদ তারাপাশী। শেষ ১০০ পৃষ্ঠার অনুবাদ করেছেন তিনি। এ ছাড়া অনুবাদে সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে ইলিয়াস মশহুদ ও ফাহাদ আবদুল্লাহর। আর এই দ্বিতীয় সংস্করণের বানান ও সম্পাদনার কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছেন ইলিয়াস মশহুদ ও মুতিউল মুরসালিন।

দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ করেছেন কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক। অনুবাদে সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে ফাহাদ আবদুল্লাহ ও আবদুল্লাহ আরাফাতের। বানান ও সম্পাদনার কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছেন ফাহাদ আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ আরাফাত ও মুতিউল মুরসালিন।

গ্রন্থটির অনুবাদ থেকে সম্পাদনা—সবকিছুই আমরা মানসম্মত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। তারপরও ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। তাই কারও নজরে ভুলত্রুটি বা অসুন্দর কিছু ধরা পড়লে আমাদের জানানোর অনুরোধ করছি।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
১ নভেম্বর ২০২২

অনুবাদকের কথা

যে গ্রন্থটি এখন আপনার হাতে সেটি কেমন গ্রন্থ, কী বিষয়ের গ্রন্থ, কোন কালের ইতিহাস, কেমন মনীষীর জীবনকথা? আশা করি এতক্ষণে তা আপনার জানা হয়ে গেছে। আমি আমার জন্য বরাদ্দ পৃষ্ঠায় ভিন্ন একটি প্রসঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছি। বলতে দ্বিধা থাকার কথা নয় যে, বই কিনতে গিয়ে সাধারণত দুটো জিনিস আমরা খেয়াল রাখি—বিষয় আর লেখক; কিন্তু যে মানুষটি পাণ্ডুলিপি নামক নিষ্প্রাণ একটি বস্তুকে সজীবতায় প্রাণময় করে তোলেন, লেখার টেবিল থেকে টেনে এনে কাগুজে টুকরোগুলোকে শত-হাজার বই করে তুলে দোকানে পৌঁছে দেন, লেখক আর পাঠকের মধ্যে সেতু হয়ে দুদিকে দুহাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, সেই প্রকাশকের অস্তিত্ব আমরা পাঠকেরা টের পাই না; কিন্তু এঁদেরই মধ্যে কেউ এমন মহীরুহ হয়ে ওঠেন যে, খেয়াল না করে আর উপায় থাকে না তাঁকে। আবুল কালাম আজাদ তেমনই একজন, কালান্তরের প্রকাশক হিসেবেই সমধিক পরিচিত। নিজের কাজের গুণে লেখক-অনুবাদকদের এতটাই কাছের মানুষ হয়ে উঠেছেন যে, লেখকদের নিজ পাণ্ডুলিপি নিয়ে তেমন ভাবনায় তাড়িত হতে হয় না।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, প্রকাশনা-শিল্পকে আজকের অবস্থানে নিয়ে আসা, বই বা কিতাবমেলার সফল আয়োজন এবং লেখক সৃষ্টিতে প্রকাশকদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। সে হিসেবে প্রকাশকরা সমাজ এবং রাষ্ট্র থেকে কী মূল্যায়ন পাচ্ছেন, সেটাও ভাববার বিষয়। সিলেট, চট্টগ্রাম এবং বিশেষ করে রাজধানীর বাংলাবাজারের প্রকাশনালয়ে এমন সব প্রকাশক রয়েছেন, যারা একজীবনে এই শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি অসংখ্য জনপ্রিয় লেখক তৈরি করেছেন। সেসব প্রকাশকের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি কোথায়? সঠিক মূল্যায়ন কী তারা পাচ্ছেন?

যাইহোক, বলছিলাম কালান্তরের প্রকাশকের কথা। তিনি নিজেও একজন লেখক-সম্পাদক হিসেবে ঢের প্রশংসা অর্জন করেছেন। তার এই জনপ্রিয়তা কুড়িয়ে পাওয়া নয়; বহু ধৈর্য ও ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত। ডিজাইন হাউস থেকে ধাপে-ধাপে ছাপাখানা এবং প্রকাশনার সবরকমের কাজ শিখতে-শিখতে আজ দেশের স্বনামধন্য প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান কালান্তরের প্রকাশক। হাতেকলমে সবরকমের কাজ শিখেছিলেন বলেই বোধহয় প্রকাশনাজগতে তাঁর এমন প্রতিষ্ঠা। তা ছাড়া বইয়ের প্রচ্ছদ-শিল্পেও তিনি নিয়ে এসেছেন গুণগত মান।

জানা কথা, জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করার সবচেয়ে উত্তম একটি মাধ্যম হলো বই। বই আমাদের জানার পথকে প্রশস্ত করে। বই, এই নামটা শুনলে কারও হয়তো ভ্রু কুঁচকে যায়; আর কেউ হারিয়ে যায় তুষার-শুভ্র সাদা পাতার দেশে, যেথায় ছড়িয়ে থাকে নানা ছন্দের, নানা আবেগের শব্দনামক কালো মুক্তা। সেই কালো মুক্তা কুড়ানোর নেশা যার একবার হয়েছে, সে-ই জানে এই নেশায় রাত-দিন ভুলে হারিয়ে যাওয়া যায় বর্তমান থেকে অতীতে, অতীত থেকে ভবিষ্যতে। বইয়ের প্রতি এমন নেশা বা ঝোঁক প্রবল মাত্রায় রয়েছে আবুল কালাম আজাদের।

ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ আস সাল্লাবির বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি কালান্তর থেকে অনূদিত আমার প্রথম বই। একজন নতুন ও শিক্ষানবিশ অনুবাদক হিসেবে তাঁর থেকে আমি যে পরিমাণ সাহস, শক্তি ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি, তা এককথায় কল্পনাতীত। আমি লক্ষ করেছি, কাজের ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব একটা সূত্র আছে। সেটি তিনি খায়রুল কুরুন থেকে পেয়েছেন, শানিত করেছেন উলামায়ে দেওবন্দের কর্মে। প্রথমে নির্ধারণ করতে হবে সামর্থ্য, তারপর উদ্দেশ্য। এ দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারপর বেছে নিতে হবে পছন্দ। এরপর বিবেচনা, তারপর সিদ্ধান্ত। সবার শেষে কার্যসূচনা। এসব না ভেবে যদি তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ শুরু করা হয়, তা হয়তো সাময়িক ফলদায়ক হতে পারে; কিন্তু দীর্ঘ বিবেচনায় তা কখনো কল্যাণকর হতে পারে না। এ কারণে বছর দুয়েক আগে থেকে ড. সাল্লাবির রচনাসমগ্র অনুবাদে হাত দিলেও সবগুলো গুছিয়ে এনে বাজারে ছাড়তে তিনি বেশ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন। ধীরে-সুস্থে এগোচ্ছেন। দেখলাম—সময়ানুবর্তিতার ক্ষেত্রে তিনি গণিতের মতোই আক্ষরিক। চিন্তায় প্রয়োজনের মতো গতিশীল। বিপদে চাকার মতো ধৈর্যশীল। এগুলোই তো একজন আলিমে রাব্বানি প্রকাশকের গুণ। এসব যার নেই, তার ধর্মীয় সৃজনশীল বইয়ের প্রকাশক হওয়ার যোগ্যতাও নেই।

বই মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটায়। সৃষ্টিশীল মননশীলতার সম্প্রসারণ ও জ্ঞানের গভীরতা বাড়ায়। তাই ভবিষ্যৎ-চিন্তার জন্য বই পড়ার আন্দোলন বেগবান করতে হবে। এই দায়িত্বটি সম্মানিত পাঠকের। সরকারেরও বটে। প্রকাশনাকে শুধু একটি নান্দনিক মেধা-বিকাশক শিল্পই নয়; জাতি গঠনে এবং সৃজনশীল বিশ্বাসদীপ্ত সংস্কৃতির সম্প্রীতি ঘটাতে এ শিল্পের ভূমিকা অগ্রগণ্য। এমন একটি শিল্পের প্রতি সরকার উদাসীন হবে না, এটাই জাতির প্রত্যাশা।

যাই হোক, এবার মূল বিষয়ে আসি। ড. শায়খ আলি সাল্লাবিকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। বিচক্ষণ পাঠক ইতিমধ্যে বইটির ফ্ল্যাপ ও অন্যান্য সূত্র থেকে তাঁর সম্পর্কে ধারণা পেয়ে গেছেন। আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও আলোচনার ধরন-ধারণাও লেখক তাঁর ভূমিকায় সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। রাসুল ﷺ-এর

সমকালীন ইতিহাসকে পাঠকের সামনে তুলে আনতে গিয়ে তাঁর রচিত *আস-সিরাতুন নাবাবিয়ার* পর পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয় চার খলিফার জীবনী। যাঁরা একাডেমিক্যালি সিরাত অধ্যয়নে স্বচ্ছন্দ, তারা সাল্লাবির গ্রন্থগুলো অতুলনীয় হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তাঁর *ফাসলুল খিতাব ফি সিরাতি আমিরিল মুমিনিন উমার ইবনিল খাত্তাব*-এর অনূদিত রূপ। এ ছাড়া তাঁর ত্রিশোর্ধ্ব গ্রন্থ রয়েছে, যার অধিকাংশই ইংরেজিসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ তাঁর বইগুলো পর্যায়ক্রমে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হবে কালান্তর প্রকাশনী থেকে।

খলিফাতুল মুসলিমিন উমর ইবনুল খাত্তাবের জীবনী ড. সাল্লাবি তুলে ধরেছেন বেশ ঋজু বর্ণনাভঙ্গিতে। প্রাঞ্জল ভাষায়। তাঁর শব্দ যেমন সুচয়িত, গাঁথুনি তেমন মজবুত। তাঁর বই পড়তে শুরু করলে অজান্তেই মন মিশে যায় লেখার ছন্দে। সময় দ্রুত শরীর গুটিয়ে নেয়। ঘণ্টা মনে হয়—এই তো কয়েক মিনিট। কুরআন-হাদিসের বাণী আর উপমার সরল সাযুজ্য কথাকে গল্পের স্বাদে মুগ্ধ করে তোলে। সেই স্বাদ কি অনুবাদে যথাযথ তুলে ধরা যায়?

তারপরও চেষ্টা করেছি অনুবাদ যথাসাধ্য সাবলীল ও সরল রাখার। এ ছাড়া টীকার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অংশে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এদিকে মানুষ তো তার উৎসমূলের বাইরে নয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। এতে অজ্ঞাতসারে বা অসতর্কতাবশত ভুলভ্রান্তি, অসামঞ্জস্য, অসংলগ্নতা, বাতুলতা, বাক্য বা শব্দপ্রয়োগে জটিলতা কিংবা ভাবের গরমিল থেকে যেতে পারে। এগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও সংশোধনের মনোভাব নিয়ে অবহিত করবেন বলে আশা রাখি। গ্রন্থটির উপকারিতা ব্যাপক হোক এবং এর সৌরভ মোহিত করুক সবাইকে—এ প্রত্যাশায়...

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
৫ জানুয়ারি ২০১৮

সূচিপত্র

ভূমিকা # ১৩

প্রথম অধ্যায়

মক্কায় উমর ফারুক রা. # ২৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাম, বংশ, উপনাম, গুণাবলি বংশধারা ও জাহিলি যুগের জীবন # ২৬

এক : নাম, বংশ, উপনাম ও উপাধিসমূহ ২৬
দুই : জন্ম ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য ২৬
তিন : বংশধারা ২৭
চার : বিয়ে ও সন্তানাদি ২৮
পাঁচ : জাহিলি যুগের জীবনাচার ৩০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামগ্রহণ ও হিজরত # ৩৫

এক : ইসলামগ্রহণ ৩৫
দুই : হিজরত ৪৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

উমর ইবনুল খাত্তাবের কুরআনি ও নববি তারবিয়াত # ৫২

প্রথম পরিচ্ছেদ

উমরের কুরআনি জীবন # ৫৩

এক : উমরের জীবনে কুরআনি আকিদার প্রভাব ৫৩

দুই : কুরআনের সঙ্গে মতের মিল, শানে নুজুলের ব্যাপারে
বিশেষ অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা ৬০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসুলের সার্বক্ষণিক সাহচর্য # ৭০

এক : রাসুলের সঙ্গে জিহাদের ময়দানে ৭৫
দুই : মাদানি জীবনে উমরের ভূমিকা ৯৩
তিন : রাসুলের স্ত্রীদের ব্যাপারে উমরের অবস্থান ১০৪
চার : মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ১০৭
পাঁচ : রাসুলের অন্তিম মুহূর্তে উমরের ভূমিকা ১১৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সিদ্দিকি খিলাফতকালে # ১১৯

এক : সাকিফায়ে বনি সায়িদায় উমরের ভূমিকা ও আবু বকরের হাতে বায়আত ১১৯
দুই : জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং উসামাবাহিনী
পাঠানোর ব্যাপারে আবু বকরের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন ১২১
তিন : ইয়ামেন থেকে মুআজের ফিরে আসা এবং উমর রা.,
আবু মুসলিম খাওলানির ব্যাপারে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি এবং বাহরাইনে
আবান ইবনু সায়িদকে মনোনয়নের ব্যাপারে তাঁর রায় ১২২
চার : শহিদদের রক্তপণের ব্যাপারে উমরের পরামর্শ এবং আকরা ইবনু হাবিস
ও উয়াইনা ইবনু হিসনকে জায়গির দেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি ১২৫
পাঁচ : কুরআন একত্রীকরণ ১২৮

তৃতীয় অধ্যায়

উমরের খিলাফত # ১৩০

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবু বকরের উমরকে খলিফা মনোনয়ন এবং তাঁর শাসনপদ্ধতি # ১৩১

এক : আবু বকর কর্তৃক উমরকে খলিফা মনোনয়ন ১৩১
দুই : কুরআন-হাদিসে উমরের খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিত ১৩৮
তিন : উমরের খিলাফতে সাহাবিদের ঐকমত্য ১৪৪

চার : খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণের পর অভিষেক বক্তৃতা ১৪৬
পাঁচ : মজলিসে শূরা গঠন ১৫৪
ছয় : ন্যায়-ইনসাফ ১৬০
সাত : স্বাধীনতা ১৭০
আট : খলিফার ব্যয়, হিজরি তারিখের প্রচলন ও 'আমিরুল মুমিনিন' উপাধি ১৯১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উত্তম গুণাবলি, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এবং আহলে বায়তের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন # ১৯৮

এক : প্রশংসনীয় গুণাবলি ১৯৮
দুই : পারিবারিক জীবন ২১৩
তিন : আহলে বায়তের প্রতি হৃদ্যতা ২২০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সামাজিক জীবন ও সমাজসংস্কার # ২৩০

এক : সামাজিক জীবন ২৩০
দুই : সমাজসংস্কার ২৫৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উমরের কাছে জ্ঞান ও জ্ঞানীদের কদর এবং শিক্ষা-প্রশিক্ষণ # ২৮৮

এক : ইলমের গুরুত্ব ও উৎসাহ ২৮৮
দুই : উমর এবং কবি ও কবিতা ৩২৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নতুন জনপদ বিনির্মাণ : উন্নতি ও সংকট নিরসন # ৩৫০

এক : নির্মাণশিল্পের উন্নয়ন ৩৫০
দুই : অর্থনৈতিক বিপর্যয় বা দুর্ভিক্ষের বছর ৩৭০

ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করি এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা চাই। প্রবৃত্তির অনিষ্ট ও সব ধরনের মন্দ আমল থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথ দেখান, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর তিনি যাকে পথহারা করেন, কেউ তাকে পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

আল্লাহ বলেন,

> হে ইমানদাররা, তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করো। আর মুসলিম হওয়া ছাড়া যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়। [সুরা আলে ইমরান : ১০২]

অন্য আয়াতে বলেন,

> হে মানবজাতি, তোমাদের রবকে ভয় করো। যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে; আর সেই একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর জোড়া। তারপর তাঁদের দুজন থেকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। সেই আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের থেকে নিজেদের হক আদায় করে থাকো এবং আত্মীয়তা ও নিকট-সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকো। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের ওপর কড়া নজর রেখেছেন। [সুরা নিসা : ১]
>
> হে ইমানদাররা, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে বড় সাফল্য অর্জন করে। [সুরা আহজাব : ৭০-৭১]

আপনাদের সামনে *সিরাতু আমিরিল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব শাখসিয়াতুহু ওয়া আসরুহু* নামে যে গ্রন্থ রয়েছে, এর রচনা সম্পন্ন হওয়ায় প্রথমে আমি আল্লাহর শুকরিয়া

আদায় করছি। এরপর সে-সকল আলিম, শায়খ ও দায়ির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যাঁরা খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগের ইতিহাস অধ্যয়ন করতে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহ জুগিয়েছেন। এমনকি একজন আলিম তো আমাকে বলেই বসেছেন, 'বর্তমানের মুসলিমদের সঙ্গে ইসলামের প্রথম যুগের মুসলিমদের বিরাট এক ব্যবধান তৈরি হয়ে গেছে। কালের বিবর্তনে সেই ব্যবধান আরও প্রকট হচ্ছে। বিশালসংখ্যক মুসলিম খুলাফায়ে রাশিদিনের জীবনীর তুলনায় এখন অন্যান্য দায়ি, আলিম বা মনীষীর জীবনী ও ইতিহাস অধ্যয়নে অধিক উৎসাহী হয়ে উঠেছে। অথচ খুলাফায়ে রাশিদিনের জীবন-ইতিহাস, রাজনীতি, দীক্ষা, চরিত্র, অর্থনীতি, চিন্তা, জিহাদ ও ফিকহ—এগুলো সব দিক বিচারে অন্য সবার জীবন-ইতিহাস থেকে অনন্য এবং আমাদের তা অধ্যয়ন করে শিক্ষালাভ করাও জরুরি। তা ছাড়া শক্তিশালী একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত হয়েছিল তাঁদেরই যুগে।'

মোটকথা, একটি রাষ্ট্র পরিচালনায় যত বিভাগ রয়েছে—যেমন : প্রশাসনিক, বিচারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিকবিভাগ—সব ক্ষেত্রেই তাঁরা ছিলেন পথিকৃৎ। তাঁদের সেসব অমর কীর্তি আমাদের জন্য অনুসরণীয়। ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁদের দেখানো পথে চলা জরুরি। ন্যায়-ইনসাফ, সম্পদের সুষম বণ্টন, শাসনব্যবস্থাপনা, প্রতিরক্ষা-কৌশল, প্রশাসক ও গভর্নর নিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁরাই আমাদের আদর্শপুরুষ। কারণ, ইসলামের ইতিহাসে মুসলিমরা কখনোই খুলাফায়ে রাশিদিনের চেয়ে বেশি উন্নতি করতে পারেননি। ভাবতে অবাক লাগে, কীভাবে তাঁরা দিগ্‌ভ্রান্ত জাতিকে সঠিক পথের দিশা দিতে পৃথিবীর নানা প্রান্তে অকুতোভয় অভিযান পরিচালনা করেছিলেন! কী ছিল তাঁদের সফলতার মূলমন্ত্র—এসব জানা আমাদের জন্য আবশ্যক।

গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে প্রথমে আমি মানসিকভাবে একটা ছক তৈরি করি। আল্লাহ তাআলা তা অস্তিত্বে আনতে চেয়েছেন বলেই আমাকে তাওফিক দিয়েছেন। আমার জন্য বিষয়টি সহজ করে সব প্রতিবন্ধকতা দূর করে জোগাড় করে দিয়েছেন প্রয়োজনীয় পাথেয়। সহজলভ্য করে দিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ উৎসগ্রন্থ। আল্লাহর শোকর ও অনুগ্রহ, তিনি আমাকে সর্বোচ্চ সাহায্য করেছেন।

খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগের ইতিহাস শিক্ষা ও উপদেশে ভরপুর। আর উৎসগ্রন্থগুলোও—হোক তা ইতিহাস, ফিকহ বা সাহিত্যের কিংবা হাদিস, তাফসির, জীবনচরিত বা জারহ-তাদিলের—সবটাতেই ছড়িয়ে আছে মূল্যবান সব তথ্য ও শিক্ষা। আমি সাধ্যের সবটুকু দিয়ে গ্রন্থগুলো পড়েছি, ছেঁকেছি। গ্রন্থ রচনার সময় আমি এমন অনেক তথ্য ও বর্ণনা পেয়েছি, যার বাস্তবতা জানা বেশ কঠিন কাজ। তাই প্রথমে সেই তথ্য ও বর্ণনাগুলো একত্রিত করেছি। তারপর এগুলো ক্রমানুসারে এবং বিষয়ভিত্তিক

সাজিয়ে উৎসগ্রন্থগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি। এরপর সেগুলোর নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করেছি।

তো এই ধারাবাহিকতায় প্রথম যে গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে, তা আবু বকর সিদ্দিক রা. সম্পর্কে ছিল। আমি গ্রন্থটির নামকরণ করেছি, *আবু বকর আস-সিদ্দিক শাখসিয়াতুহু ওয়া আসরুহু*।

আল্লাহর অসীম রহমতে গ্রন্থটি আরবের বিভিন্ন লাইব্রেরি ও বিশ্বের অনেক বইমেলায় ব্যাপক সুনাম কুড়িয়েছে। অসংখ্য পাঠক, দায়ি, আলিম, তালিবুল ইলম ও সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে গেছে। পাঠ শেষে তাঁরা আমাকে ব্যাপক উৎসাহ জুগিয়েছেন, যাতে আমি খুলাফায়ে রাশিদিনের জীবনীভিত্তিক এমন গ্রন্থ রচনার ধারা অব্যাহত রাখি এবং সেই যুগের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি যুগোপযোগী করে সুস্পষ্টভাবে উম্মাহর সামনে পেশ করি।

খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগের ইতিহাস শিক্ষার উপকরণে ভরপুর। সেই ইতিহাস যদি আমরা 'জয়িফ'[১], 'মাওজু'[২] বর্ণনা, প্রাচ্যবিদ ও সেকুলারদের প্রোপাগান্ডা আর রাফিজি গোষ্ঠীর চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে সুন্দর ও সাবলীল আঙ্গিকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারি এবং এতে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসৃত পন্থার ওপর আস্থা রেখে এগোতে পারি, তাহলে আহলুস সুন্নাতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই ইতিহাস পেশ করতে সফল হব। সর্বোপরি মহান সত্তার অধিকারী খুলাফায়ে রাশিদিনের জীবনচরিত এবং তাঁদের যুগের অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারব; যাঁদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

> আর মুহাজির ও আনসারদের যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে ইখলাসের সঙ্গে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত

---

[১] যে হাদিসের মধ্যে হাসান হাদিসের শর্তগুলো অবিদ্যমান দেখা যায়, মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় তাকে জয়িফ বা দুর্বল হাদিস বলে। অর্থাৎ, রাবির তথা বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা বা স্মৃতির ঘাটতি, সনদের মধ্যে কোনো একজন রাবি তাঁর ঊর্ধ্বতন রাবি থেকে সরাসরি ও স্বকর্ণে শোনেননি বলে প্রমাণিত হওয়া বা দৃঢ় সন্দেহ হওয়া, অন্যান্য প্রমাণিত হাদিসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়া, অথবা সূক্ষ্ম কোনো সনদগত বা অর্থগত ত্রুটি থাকা ইত্যাদি যেকোনো একটা বিষয় কোনো হাদিসের মধ্যে থাকলে হাদিসটি জয়িফ বলে গণ্য। কোনো হাদিসকে 'জয়িফ' গণ্য করার অর্থ হলো, হাদিসটি রাসুল ﷺ-এর কথা হিসেবে প্রমাণিত নয়। তিনি বলতেও পারেন আবার না-ও বলতে পারেন। এ জন্য জয়িফ হাদিস দ্বারা শরিয়তের হুকুম সাব্যস্ত হয় না। —অনুবাদক।

[২] যে হাদিসের রাবি জীবনে কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে রাসুল ﷺ-এর নামে বানোয়াট কথা সমাজে প্রচার করেছে; অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদিসের সূত্র (সনদ) বা মূল বাক্যের মধ্যে কমবেশি করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদিসকে বানোয়াট বা মাওজু হাদিস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। —অনুবাদক।

করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। এটিই মহাসাফল্য। [সূরা তাওবা : ১০০]

আল্লাহ আরও বলেছেন,

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল; আর তাঁর সঙ্গে যারা আছে, তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে আপসহীন এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পর দয়াপরবশ। তোমরা যখনই তাদের দেখবে, রুকু ও সিজদারত অবস্থায় দেখতে পাবে। [সূরা ফাতহ : ২৯]

তাঁদের ব্যাপারে রাসুল ﷺ বলেছেন, 'আমার উম্মতের সবচেয়ে উত্তম যুগ হচ্ছে, যে যুগে আমাকে পাঠানো হয়েছে।'[৩] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন, 'কেউ যদি উত্তম ব্যক্তিদের অনুসরণ করতে চায়, সে যেন তাঁদের অনুসরণ করে, যাঁরা ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন। কারণ, জীবিতরা ফিতনামুক্ত থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে না। আর সেই অনুসৃত মৃত ব্যক্তিরা হচ্ছেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবিরা। আল্লাহর শপথ, তাঁরা এ উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ। দৃঢ় ইমানের অধিকারী। জ্ঞানে সর্বোচ্চ গভীরতা অর্জনকারী এবং সবচেয়ে কম লৌকিকতার অধিকারী। তাঁরা এমন এক সম্প্রদায় ছিলেন, আল্লাহ যাঁদের রাসুলের সাহাবি হওয়া এবং তাঁর দীন প্রতিষ্ঠিত করতে নির্বাচিত করেছিলেন। তোমরা নির্দ্বিধায় তাঁদের মাহাত্ম্য স্বীকার করে নাও। কদমে কদমে তাঁদের অনুসরণ করো। সর্বোচ্চ শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে তাঁদের আচার-আচরণ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ আঁকড়ে ধরো। কারণ, তাঁরা ছিলেন সরল পথের পথিক।'[৪]

সাহাবিরা যথাযথভাবে ইসলামি বিধিবিধানের ওপর আমল করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন এবং তা ছড়িয়ে দিয়েছেন গোটা পৃথিবীতে। তাঁদের যুগ ছিল সর্বোত্তম যুগ। তাঁরা মুসলিমদের কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। রাসুলের সুন্নাত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের সেই চিন্তাধারা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, জ্ঞানবিজ্ঞান, জিহাদ-বিজয়সহ অন্যান্য অভিযানের বিস্তারিত ইতিহাস জাতির এক গৌরবময় ইতিহাস। সঠিক পথের দিশারিদের জন্য তাতে রয়েছে পূর্ণ রসদ ও পাথেয়। তাঁদের আলোচনা দ্বারা আপনি এমন খোরাক পাবেন, যা আত্মা করবে তৃপ্ত, মন করবে পরিষ্কার, বিবেক-বোধ করবে শানিত।

আমাদের উচিত, খুলাফায়ে রাশিদিনের জীবনী, তাঁদের সম্মান, মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশোনা করা। কারণ, সাহাবিদের জীবনী পড়লে তাঁদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা বাড়বে। তাঁদের প্রশংসা, তাঁদের জন্য দুআ ও ক্ষমাপ্রার্থনার পথ প্রশস্ত হবে। তাঁদের সম্পর্কে সবসময় ভালো আলোচনার বিষয়টি সহজ হবে। তাঁদের জীবনচরিত পড়লে

[৩] সহিহ মুসলিম : ৪/১৯৬৩-৬৪।

[৪] *শারহুস সুন্নাহ*—বাগাবি : ১/২১৪-২১৫।

তাঁদের সঙ্গে সাদৃশ্য অবলম্বনের প্রতি আপনি যত্নশীল হতে পারবেন; আর জীবনচলার পথে সাহাবিদের সঙ্গে আপনি যত বেশি সাদৃশ্য বজায় রাখতে পারবেন, কল্যাণের তত বেশি কাছাকাছি থাকতে পারবেন।

আমাদের উপদেশ দিয়ে যায় খিলাফতে রাশিদার যুগ। তাঁদের মধ্যে আমরা পাই অফুরন্ত শিক্ষার উপকরণ। চিন্তায় আনে দৃঢ়তা। মুবাল্লিগ, শিক্ষক, বিদ্বান এবং উম্মতের অন্য সদস্যরা সেই ইতিহাসে প্রজ্ঞাদীপ্ত এমন দীক্ষা পাবেন, যা নববি ছাঁচে মুসলিম নবপ্রজন্মকে প্রস্তুত করে গড়ে তুলতে সহায়ক হিসেবে প্রমাণিত। এতে সবাই খিলাফতে রাশিদার দেখানো পথ ও তাঁদের নেতৃত্বে গড়া যুবকদের গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং অধঃপতনের কারণ জানতে পারবে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি খুলাফায়ে রাশিদিন সম্পর্কে দ্বিতীয় গ্রন্থ। এতে উমর ইবনুল খাত্তাবের যুগ, জীবন ও কীর্তি আলোচনা করা হয়েছে। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় খলিফায়ে রাশিদ। আবু বকর সিদ্দিকের পর তিনি ছিলেন সাহাবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। রাসুল ﷺ আমাদের উৎসাহিত করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে আমরা তাঁদের অনুসরণ করি এবং তাঁদের দেখানো পথে চলি। তিনি বলেছেন, 'তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাত আঁকড়ে থাকবে এবং আমার পরে খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাত মেনে চলবে।'[৫]

সুতরাং বোঝা গেল, উমর রা. নবি-রাসুল ও আবু বকরের পর এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। তাঁদের উভয়ের ব্যাপারে রাসুল ﷺ বলেছেন, 'তোমরা আমার পর আবু বকর ও উমরের অনুসরণ করবে।'[৬] রাসুল ﷺ আরও বলেছেন, 'তোমাদের আগের উম্মতদের মধ্যে ইলহামপ্রাপ্ত[৭] কিছু লোক ছিলেন; আর আমার উম্মতে এমন কোনো লোক হলে তিনি হবেন উমর।'[৮] উমরের মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের বর্ণনায় এমন অসংখ্য হাদিস ও প্রসিদ্ধ বর্ণনা রয়েছে।

রাসুল ﷺ বলেছেন, 'আমি (স্বপ্নে) দেখি, একটা কূপের পাশে বড় বালতি দিয়ে পানি তুলছি। এরপর আবু বকর এসে দুর্বলতার সঙ্গে এক বা দুই বালতি পানি তোলেন। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন।[৯] এরপর উমর আসেন। বালতিটি কূপে নিক্ষেপ করে ওঠানোর

[৫] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪/২০১; *তিরমিজি* : ৫/৪৪—হাদিসটি সহিহ হাসান।

[৬] *সুনানুত তিরমিজি* : ৩/২০০।

[৭] আল্লাহর ওলিদের মাধ্যমে বা তাঁদের কেন্দ্র করে কখনো কখনো অলৌকিক কিছু ঘটনা ঘটে। একে কারামত বলে। তদ্রূপ কখনো প্রিয় বান্দাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা কোনো অজানা বা অদৃশ্য বিষয় উন্মোচিত করে দেন। একে পরিভাষায় কাশফ ও ইলহাম বলে। অনেকে এটিকেই ফিরাসাত বলেন। মূলত কাশফ ও ইলহাম কারামতেরই একটি প্রকার। —অনুবাদক।

[৮] *সহিহ বুখারি* : ৩৬৮৯; *সহিহ মুসলিম* : ২৩৯৮।

[৯] সে যুগে মুসলিমরা কথায় কথায় 'আল্লাহ ক্ষমা করুন' বলতেন। এ জন্য আবু বকরের ক্ষেত্রেও কথাটি সেভাবে প্রযোজ্য।